হিসেব মিলেছে, উত্তরও পেয়েছি – ১, ২, ৩

নুরুল্লাহ্ মাসুম

দিগন্ত বড়ুয়া লেখেন ভাল, যদিবা অসংখ্য বানান ভুল। কিবা আসে যায় তাতে। তিনিতো আর বাঙালী নন, তাঁর নিজের ভাষাতেই তিনি বাংলাদেশী (হ্যা, আমরা এখন সবাই বাংলাদেশী, জিয়ার করানো খাতনার কারণে আমরা এখন সবাই বাংলাদেশী)। বাংলা তাঁর মাতৃভাষা নয়, সুতরাং দু'চারটা কেন অসংখ্য বানান ভুল থাকলেও কোন দোষ নেই। প্রভুপদ নিত্যানন্দ অবশ্য বিষয়টা ধরে ফেলেছেন। ভালই লাগছে তিনি কেবল মূর্খ শ্লে"ছদের বাংলায় অজ্ঞতা নয়, বড়ুয়ার বিষয়টাও বিবেচনায় এনেছেন।

আগের লেখায় বলেছিলাম, ভিন্নমত-এ আমি নতুন পাঠক। সে হিসেবে পুরানো সব লেখা পড়ে ফেলার একটা আগ্রহ কাজ করেছে, মূলত শিরোনাম এর কারণে দিগন্ত বড়ুয়ার লেখাগুলি একটু আগে ভাগে পড়েছি। পাঠক আকর্ষণে তাঁর যোগ্যতা আছে বলতে হবে। ধন্যবাদ বড়ুয়া সাহেব (বাবু বললাম না এ কারণে, যে কারণে তিনি ফতেমোল্লা ভাই, জাফর ভাই.....না বলে ফতেমোল্লা দা, জাফর দা বলেন) আপনার দীর্ঘ ধারাবাহিক লেখার জন্য। নেটে দীর্ঘ সময় নিয়ে আপনার লেখা পড়া সম্ভব হয়নি বলে আপনার উপরোক্ত শিরোনামের সবগুলো লেখাই(পর্ব ৪ বাদে, কারণ ভিন্নমত-এর কোথায়ও পর্ব ৪ দেখতে পেলাম না) প্রিন্ট করে নিয়ে ঘরে বসে পড়েছি। আপনার যদি সময় থাকে তবে সবগুলো পর্বের এক এক করে উত্তর পেয়ে যাবেন ধীরে ধীরে। আগেই বলে নেয়া ভাল, আমি বুদ্ধিজীবী নই (বুদ্ধি নাই তাই বুদ্ধি বেচে খাই না), কামলা মানুষ কাজ করে খেতে হয়, তার ওপরে থাকি মধ্যপ্রাচ্যের গণ্ডগ্রামে, দৈনিক ১৫ থেকে ১৮ ঘন্টা কাজ করতে হয়; অবসর একেবারেই নেই। সে কারণে হয়ত আমার লেখা খুব দ্রুত পাঠানো সম্ভব হবে না। সুতরাং ধৈর্য্য ধরতে হবে অনুগ্রহ করে। এযাত্রায় আমি আপনার "হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা-১ ২ ৩" এর ওপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

লেখার শুর"তেই আপনি বলেছেন "জন্মগতভাবে আমি একজন বাংলাদেশী", চমৎকার স্বীকারোক্তি। আপনি বাঙালী নন। আপনার জন্ম যদি ১৯৭১ সালের আগে হয়ে থাকে(হওয়াটাই স্বাভাবিক) তাহলে আপনি জন্মগতভাবে বাংলাদেশী হলেন কি করে? জানি আমার এ কথায় পাঠক হাসবেন? এটা একটা প্রশ্ন হলো! আসলে আমি যা বুঝাতে চাই তা হলো- দিগন্ত মূলত বাঙালী নন, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন আদিবাসী। বাংলা তাঁর মাতৃভাষা নয়। তাঁর ভিন্ন কোন মাতৃভাষা আছে। তাঁর দীর্ঘ লেখা প্রমান করে তিনি কেমন বাংলা জানেন। মূলত বাংলা ভাষার আন্দোলনই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ত্বরান্বিত করেছে এবং বাংলা ভাষার ওপরেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ। যেখানে দিগন্ত নিজেই বাঙালী নন, তিনি কি করে বলেন যে, তিনি বাঙালী। জিয়ার দেয়া খাতনার আগ পর্যন্ত আমাদের জাতীয়তার পরিচিতি ছিল বাঙালী, আসলেই আমরা বাঙালী, যেমনটা ইংরেজী ভাষাভাষীরা "ইংরেজ" স্কটিস ভাষীরা "স্কটিশ" ফরাসীভাষীরা "ফরাসী" ইত্যাদি। বৃটেনের নাগরিকগণ "বৃটিশ" হিসেবে পরিচিত হলেও ঐ নামে কোন ভাষা নেই। বিষয়টাকে আর লম্বা করতে চাই না। মোদ্দা কথা দিগন্ত নিজের অজান্তেই একটা সত্য স্বীকার করে নিয়েছেন, সুতরাং বাংলা ভাষা নিয়ে তাঁর মায়াকান্না "মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী" বলেই মনে হয়।

আপনার পুরো লেখাতেই আপনি বাঙালী মুষলমানদের নানানভাবে দায়ী করেছেন। প্রভুপদ নিদ্যনন্দের সাথে এক্ষেত্রে আপনার মিল খুজে পাওয়া যায়। আপনি ১৯৩০ সালে মুসলমানদের শিক্ষার হার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং এও বলেছেন মুসলমানরা নিজেদের বিষয়ে সজাগ নয়। ভাল কথা, আমি জানি না আপনি ইতিহাস কতটা পড়েছেন অথবা আপনার শিক্ষাজীবনে কোন বিষয়ের আধিক্য ছিল। তবে একথা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, বৃটিশ বেনিয়ারা অখণ্ড ভারত দখল করেছিল মুসলমান শাসকদের বিতারিত করে। সংগত কারনেই সেদিন মুসলমানরা দখলদার বৃটিশদের কোপানলে ছিল এবং মুসলমানরা স্বাভাবিক কারনেই দখলদারদের সাথে অসহযোগিতা করেছিল এবং সে সময়ে মুসলমারা ইরেজী শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিল। ইংরেজরা ভারতে আসার আগে ভারতের রাজভাষা ছিল ফারসি বা পরিসিয়ান, পরবর্তীতে মুসলমারা উর্দুর দিকে ধাবিত হয়(সে সময়ে একমাত্র বাংলা ছাড়া সমগ্র ভারতের মুসলমানরা উর্দু চর্চা করত)। আপনি বোধহয় আমার থেকে ভাল জানবেন, উর্দু ভাষার সৃষ্টি এবং প্রচলন করেছিল মোঘলরা তাদের শাসনের সুবিধার জন্যই। সুতরাং বৃটিশ ভারতে ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানরা পিছিয়ে গিয়েছিল সংগত কারনেই। তার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানরা অশিক্ষিত ছিল, তারা উর্দু বা ফারসি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। আপনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা হলো ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতের পরিসংখ্যান। আপনার কথার ভিত্তিতে সমগ্র ফ্রান্সের অথবা রাশিয়ার মানুষ অশিক্ষিত, তাই নয় কি?

আপনি বলেছেন, সংখ্যালঘুরা ছিল বলে বাংলা আজো বাংলা বেচে আছে এবং সবাই বাংলাকে নিজের ভাষা করে পেয়েছে। কথাটা কি সঠিক জনাব দিগন্ত বড়ুয়া? ইতিহাস বলে বাংলাভাষা স্বীয় মহিমায় আসীন হয়েছিল মুসলমান শাসনামলে,

হিন্দু বা বৌদ্ধ শাসনামলে বাংলা নয়। হিন্দু শাসনামলে রাজভাষা ছিল সংস্কৃত, বৌদ্ধ শাসনামলে ছিল পালি। আপনি যে ধর্মানুসারী, সে ধর্মের পবিত্র গ্রন্'ও লেখা পালি ভাষায়, ভুল বললাম কি? হিন্দু ধর্মগ্রন্থ' লেখা সংস্কৃত ভাষায়, আমি কি ভুল বললাম? আপনার ধর্ম পালনে যদি সংস্কৃত বা পালি ভাষা রপ্ত করতে পারেন, সেক্ষেত্রে মুসলমানরা তাদের ধর্মপালনে আরবী শিখলে সমস্যা হবার কথাতো নয়। আপনিতো ব্যাংকক ছিলেন, জানেনতো সেখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শতকরা হার কত। ওদের ভাষা "থাই", ওরা যখন ধর্মপালন করে তখন কিন্' পালি ভাষাই ব্যবহার করে। একটা ঘটনা শুনুন, ব্যাংককের এক স্কুলমাস্টার, নাম "উদিচা", মাসখানেক আমার আনঅফিসিয়াল গাইড ছিলেন। বুঝতেই পারছেন কতটা সময় আমি তার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। থাই মানুষ ভাল ইংরেজী জানে না, উদিচার মত অনেকেই এখন ইংরেজী শিখছেন আর এ কারনেই দোভাষী হিসেবে গাইডের দায়িত্ব তারা পেয়ে যান। একদিন ওঁ বললেন, ওঁর দাদীর(ঠাকুমা বললে ভাল হত কি?) সাথে প্যাগোডায় যাবে, তাই তার পরের দিন আসতে দেরী হবে। প্যাগোডার কথা বলায় আমি আপনাদের একটা শ্লোক বললাম." বুদ্ধং স্মরনং গচছামি"। সে তো অবাক! আমি কি করে জানি তাদের এই শ্লোক! বললাম ছেলে বেলা থেকেই এ শ্লোক আমি রাষ্ট্রীয় বেতারে শুনে আসছি, তাই মুখস্ত হয়ে গেছে। উদিচা আরো অবাক, মুসলমান দেশে বৌদ্ধদের শ্লোক রাষ্ট্রীয় বেতারে প্রচার হয়, তাও কি সম্ভব!

উদিচা অবাক হলেও দিগন্ত সাহেব ভাল করেই জানেন আমি মুসলমান ঘরের সন্তান হয়েও কি করে জেনেছি বৌদ্ধদের শ্লোক। আসলে আমরা এমন এক বাংলাদেশে বাস করি যেখানে রয়েছে সকল সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি। আমি হিন্দুদের শ্লোকও জানি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের দেশে রয়েছে বলে আমি অস্বীকার করবো না যে, কোন অঘটন সেখানে ঘটছে না। আমি আপনার বর্ণিত ঘটনাসমুহ সম্পর্কে কোন কথা বলবো না, এমনটা হতে পারে, হ"ছ। এবিষয়টা শুধু সংখ্যালঘু বলেই যে ঘটছে তা নয়। সবল দূর্বলকে চিরদিন অত্যাচার করেছে, এর প্রতিকার কোনদিন হয়নি, হবে বলেও মনে হয় না। তবে এটাকে বড় করে দেখাবার জন্য ধর্মকে সামনে আনার পেছনে অন্য কোন কারণ থাকলেও থাকতে পারে। সে বিষয়ে পরে আলোচনায় আসা যাবে।

জনাব দিগন্ত, আপনি নিজেকে বলেছেন সংখ্যালঘু। কোন বিবেচনায় - ধর্মীয় বিবেচনায় না জাতিগত পরিচয়ে। আমি ধরে নি"ছ আপনি দুটি দিক থেকে বললেও ধর্মীয় দিকটা বেশী করে তুলে ধরতে চাইছেন। আমি পরিচয় জানি না, জানলে আলোচনা করতে সুবিধে হত। আপনি যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী হয়ে থাকেন (নামে তাই মনে হয়, যদিও আমি নিশ্চিত নই) তাহলে বলবো আমেরিকার আদিবাসীদের কথা ভাবুন, ভাবুন অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কথা। ওঁরা তো "উন্নত" এবং "মুক্ত" বিশ্বে বসবাস করেন, ওঁরা কি ভাল আছেন না আপনারা ভাল আছেন? আগেই বলেছি দু'চারটা অঘটনের কথা আমি ভুলে যাই নি। ধর্ষনের যে কথকতা আপনি বলেছেন, সে বিষয়ে বলতে চাই, এটা বড়ই অমানবিক। ধর্ষকের শাস্তি হওয়া উচিত। ধর্ষক কি শুধু সংখ্যালঘুদের ধর্ষণ করে? আপনি কি জানে না জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিখ্যাত(!) সেঞ্চুরিয়ান ধর্ষকের কথা, যে কিনা আওয়ামী লীগ সরকারের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছিল এবং বড়াই করে ধুমধামের সাথে শত ধর্ষণের দিনটি উদযাপন করেছিল? সে কয়টা সংখ্যা লঘু মেয়েকে ধর্ষন করেছিল? তখনকার সরকার প্রধান মহিলা হলেও সেই বিখ্যাত(!) ধর্ষকের কোন বিচার হয় নি বা তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়নি।

আমি কি বলতে চাইছি আশা করি পাঠককূল এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন। ধর্ষন এবং অত্যাচার দু'টোই করে থাকে সবলরা দূর্বলের প্রতি। কবিগুর" রবি ঠাকুরের "দুই বিঘা জমি" পড়েছেন? সেখানে সবল দূর্বল দু'জনেরই ধর্মীয় পরিচয় কিন্' এক। আপনি যদি ভিন্নমতের পাতায় আমার আগের লেখা পড়ে থাকেন তবে ইতোমধ্যে জেনে গেছেন বিগত আমার স্বগোত্রীয়দের অত্যাচারেই আমার স্ত্রী আজো তাঁর বা হাতের কজিতে ১৯টি স্টিচ নিয়ে বেঁচে আছেন, আমি আমার ব্যবসা হারিয়ে আপনাদের ভাষায় মূর্খের দেশ মধ্যপ্রাচ্যে কামলা দি"ছ।

রাজনীতিতে খুব জনপ্রিয় একটা কথা হ"ছ "সন্ত্রাসীদের কোন দল নেই"। অথচ একজন মানুষ রাজনীতির ছত্রচছায়া তার সন্ত্রাসী জীবন লালন করে। আর এটাই সত্য যে, অত্যাচারীর কোন ধর্ম নেই, তারা সুযোগ পেলেই অত্যাচার করে, সেটা সংখ্যালঘু বা স্বগোত্রীয় বিচার করে করে না।

ভিন্নধর্মের বিবাহ বন্ধনের উদাহরণ আপনি দিয়েছেন। খোদ পাকিস্তান আমলেই বড় উদাহরণ সৃস্টি করেছেন মৌলভী পরিবারের মেয়ে ফেরদৌসী এবং নাট্যকার রামেন্দু মজুমদার। কই তাদের সন্তান ত্রপা মজুমদারকে তো কেউ অসম্মান করার সাহস দেখায় না এই বলে যে, তোর বাবা হিন্দু আর মা মুসলমান। তুই কোন জাতের? অথবা ফেরদৌসী মজুমদারকে কেউতো বলে না যে তুমি কেন হিন্দুকে বিয়ে করেছ? আপনি কি জানেন প্রয়াত নীলিমা ইব্রাহিম মূলত অভিজাত হিন্দু পরিবারের মেয়ে ছিলেন? কই তাঁর মেয়ে প্রয়াত অভিনেত্রী ডলি আনোয়ারকে তো কেউ কোনদিন অসম্মান করার সাহস দেখায়নি। এমন অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে। মূল কথা হলো তাঁরা সবল, সমাজে প্রতিষ্ঠিত বলে তাদের গায়ে কেউই হাত দেবার সাহস দেখায় নি। পুরো বিষয়টা ঘটে সবল ও দূর্বল এর ওপর ভিত্তি করে। এখানে ধর্ম টেনে আনাটা শোভণীয় নয়, উচিতও নয়।

দিগন্ত কলকাতায় মুসলমানদের নিরাপদ বসবাসের কথা বলেছেন, আমিও স্বীকার করি। এর পরও কথা টেনে আনা যায়, কলকাতার হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের রেস্ট হাউসে বাংলাদেশের এক জনপ্রতিনিধি ধর্ষণের খবর কি তার জানা আছে? আমি এটাকে ইস্যু করতে চাই না। ওটাকে ধরে পুরো কলকাতার হিন্দুদের চৌদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করার মানসিকতাও আমার নেই, কেননা ওটাকে আমি একটা দূর্ঘটনা বলে মনে করি। দিগন্ত এমন দূর্ঘটনাকে ইস্যু করে বাংলাদেশের পুরো মুসলমান সম্প্রদায়কে যে ভাবে হেয় করছেন সেখানেও আমি অন্য কিছুর গন্ধ পাই।

এবার আসি অন্য প্রসঙ্গে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের জমি বরাদ্দ নিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন সেটা এবং পার্বত্য সমস্যাও আলোচনায় আসবে। তারিখ বিহীন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের চিঠি তিনি প্রকাশ করলেও বিষয়টি পরিস্কার যে, সময়টা ছিল জিয়ার শাসনামল। দিগন্ত প্রশ্ন করেছেন - "কার জমি কাকে দিয়ে দিলেন আজকে? কার ভুমিতে কাকে ঘর ছাড়া করলেন?" এখন যদি আমি প্রশ্নকরি, আপনি কি জানেন প্রথম কবে পার্বত্য এলায় বাঙালী বসতি শুর" হয়েছিল তা কি আপনি জানেন? তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম কি বাংলাদেশের বাইরের কোন এলাকা? কেন একজন বাঙালীকে ঐ এলাকায় জমি কিনতে আপনাদের গোত্র প্রধানের অনুমতি নিতে হবে? আপনারা কেন আজো বাংলাদেশকে নিজের দেশ ভাবতে পারে না? কেন এখনো নিজেদের আদিবাসী মনে করেন? সরকার আপনাদের জন্য কিছু কোটা করে দিয়েছে সেখানে সঠিক যোগ্যতা ছাড়াই আপনারা প্রশাসনে জায়গা করে নি"ছন। আমি একজন সিনিয়র সহকারী সচিবকে দেখেছি, ভাল করে বাংলা বলতে পারেন না, ১৪ বছরের গ্রাজুয়েশন করে বড়পদে অধিষ্টিত হয়েছেন, সেখানে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্সধারী বাঙালী ব্যাংকের কেরানী। হয়ত বলবেন এমন আর কয়জন? যখন আপনার নিজেদের আলাদা গোত্র বলে ভাববেন, তখন শতকরা হারটা তো দেখতে হবে।

পার্বত্য এলাকায় জিয়া সেদিন বাঙালী পুনর্বাসন শুরু করেছিলেন, এটা দোষের, বাস্তবে এ কাজটা শুরু করেছিল বৃটিশরা সেই ১৮৬০ সালে। এপ্রসঙ্গে কিছুটা জানতে পারবেন এ ওয়েবে, ঘুরে আসুন ঃ

www.angelfire.com/ab/jumma/british.html
www.angelfire.com/ab/jumma/bground.html

দিগন্ত, আপনার ভাষায় জমি আপনাদের, বাঙালীদের দিয়ে দেয়া হল। সরকারী খাস জমি বলতে কি বুঝায় ভাই? সরকারের খাস জমি কি কেবল পার্বত্য এলাকাতেই আছে বলে আপনার ধারণা? সরকারের খাস জমি সরকার বরাদ্দ দিয়ে আসছে সেই যুগ যুগ ধরে, এখানে সমস্যা কোথায়? জনসংখ্যার ভারে যখন দেশটা ন্যুজমান তখন বিশাল এলাকা খালি পড়ে থাকাটা অর্থনীতির হিসাবে কতটা যুক্তিসঙ্গত? সাহায্যের কথা বলেছেন, স্বাভাবিক ভাবেই ওটা এসেছে, ধু-ধু প্রান্তরে যখন নতুন করে কাউকে বসবাসের জন্য আমন্ত্রন জানানো হবে তাকে কিছুদিন চলারমত ব্যবস্"াতো করে দিতেই হবে। আপনার আপত্তির সমর্থন আমি করতে পারতাম যদি এমন হতো আপনার এলাকার লোকজন বেশী হত, বেকার থাকতো; আর এমনটি হলেতো এলাকাটি বিস্তীর্ণ খালি পড়ে থাকতো না, তাই নয় কি?

আপনাদের প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণের কথা বলেছেন। বলেছেন "আপনারা বৃটিশের দালালী করেছেন"। আপনার প্রথম কথায় যা"ছি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আপনাদের নিয়ে সরকার ভিন্নভাবে ভেবেছিল "স্বাধীনতা যুদ্ধচলাকালীন সময়ে আপনাদের ভুমিকার কারণে"। সে সময়ে আপনি কতটুকু তা জানিনা, তবে সেই ভুমিকার কথা আপনার অজানা থাকার কথা নয়। পরবর্তীতে পাকদোসররা ক্ষমতায় আসার পরও আপনাদের বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হওয়াটা আপনাদের দুর্ভাগ্য। বলতে পারে কৃতকর্মের ফল। তবু আপনাদের গোত্র থেকে প্রায় সব সময়েই ক্ষমতার আসনে কেউ না কেউ ছিলেন, তারা কেন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করাতে সক্ষম হলেন না? এ ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের ঘারে চাপা"ছন কেন? যে পাকিস্তান সরকারের কারনে আপনারা নিজভুমি থেকে উ"ছদ হয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই সরকারের পক্ষ নিয়েছিলন আপনাদের রাজা, সংগত কারণেই দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অমনটা হয়েছিল। তদুপরি বঙ্গবন্ধু সরকার কিন" সেখানে বাঙালী পূনর্বাসর শুর" করেন নি, করেছিল জিয়া সরকার। এটাও আপনার ভুলে যাবার কথা নয়।

মুসলমানরা বৃটিশের দালালী করেছে বলে যে কথা আপনি বলেছেন, সেটা কি সত্য?(!) যে বৃটিশরা মুসলমানদের বিতারিত করে ক্ষমতার মসনদ দখল করেছিল, সেই বৃটিশদের দালালী করবে মুসলমানরা, এটা প্রমান না দিলেও হাস্যকর। মুলত সেদিন মুসলমানরা বৃটিশদের বর্জন করেছিল এবং ঐতিহাসিক কারণে মুসলমানরা পিছিয়ে পরেছিল হিন্দুদের থেকে, কেননা বৃটিশরা সেদিন হিন্দুদের কাছে টেনে নিয়েছিল। আর আপনি কি জানেন বৃহত্তর বাংলায় প্রথম কে বৃটিশের বির"দ্ধে বিদ্রোহ করেছিল? ১৭৫৭ সালে বাংলায় বৃটিশ দখলদার প্রতিষ্টিত হবার পর ১৮৩১ সালে প্রথমবারের মত বিদ্রোহ করে শহীদ হয়েছিলে মীর নিসার আলী, যিনি তিতুমীর নামে সর্বাধিক পরিচিত। তিতুমীরের সংগ্রাম সম্বদ্ধে আরো জানতে হলে ঘুরে আসুন ঃ http://www.geocities.com/Athens/Atrium/1344/bangla5.htm সাইটের **THE STRUGGLE** অধ্যায়টি।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম তো আরো পরে। সে সময়ে মঙ্গল পাণ্ডে নামক যে সৈনিকটি প্রথম বিদ্রোহ করেছিলেন, তিনি তা করেছিলেন ধর্মীয় কারণে, জানেন বোধকরি। বন্দুকের যে কার্তুজ দাঁতে ছিড়তে হত তা তৈরী হত গর" এবং শুকরের চর্বি দিয়ে। বৃটিশরা এটা করেছিল স্বজ্ঞানে উভয় ধর্মাবলম্বীদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেয়ার জন্য। মঙ্গল পাণ্ডে ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানার বির"দ্ধাচরণ করেছিলেন সেদিন। পরবর্তীতে ঐ বিদ্রোহ সারা ভারতে ছড়িয়ে যায় এবং ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। এর ভয়াভহতা এটা বেশী ছিল যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাত থেকে বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার সরাসরি গ্রহণ করে এবং ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরকে বার্মায় নির্বাসিত করে। এবিষয়ে আরো যদি কিছু জানতে ই"ছ হয় ঘুরে আসুন এখানে ঃ http://www.defencejournal.com/jul99/1857.htm

বুঝতে পারছেন সেদিন বৃটিশদের দালালী করার মত অবস'া মুসলমানদের ছিল কি না?

আপনি আপনার পুরো লেখায় বাংলার মুসলমানদের হেয় করার চেষ্টা করেছেন সর্বতভাবে। এছলামী জোস শব্দটাও ব্যবহার করেছেন বেশ জোরেশোরে। আপনাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? শুধু আপনি কেন, মুসলমান পরিবারের অনেকেই এ কাজটা করছেন জেনেশুনে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সে বিবেচনায় আপনি শতকরা একশতভাগ সঠিক। আপনার লেখার শুরুতেই বলেছেন, সবাই সমান নয়, এটাই ধ্র"ব সত্য। তারপরও যখন গণহারে মুসলমান সমাজকে দায়ী করে লেখেন তখন এ লেখার পেছনের উদ্দেশ্য বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়। এর উপসংহার শেষে টানবো।

এবার আসি সউল এবং ব্যাংককস' বাংলাদেশ দূতাবাসের কথায়। সত্য কথা কি জানেন, পৃথিবীর কোথায়ও বাংলাদেশ দূতাবাসের লোকজন ভাল ব্যবহার করে না। কারণ ওঁরা আমলা, মানে কামলা। ওরা সবার সাথেই খারাপ ব্যবহার করে, যদি না প্রভাবের উপসি'তি না থাকে। শুনুন আমার অভিজ্ঞতা।

সউল পৌছেছি খুব ভোরে। আপনাদের বুদ্ধ পূর্ণিমা বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হবে{ওরা বলে আষারা ভূষা(বানান শুদ্ধ নাও হতে পারে)}, আমার প্রিন্সিপাল আমাকে অর্ভ্যথনা জানাতে আসতে পারেনি, কেননা আমি নির্ধারিত সময়ের দিন পাঁচেক আগে গিয়ে পৌছেছিলাম। টেক্সিতে করে এক এলাকায় উঠলাম, ভাষাগত সমস্যার কারণে দুপুরের খাবার খুজে পেতে আমাকে ৩ ঘন্টা ঘুরতে হয়েছিল। অবশেষে ফায়ার সার্ভিসের এক সেন্টারে গিয়ে সাহায্য চাইলাম এই বলে-“বাংলাদেশ”। পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন ওরা বাংলাদেশ শুদ্ধ করে উ"চারণ করতে পারে না, বাংলাদেশ বুঝতেও সময় নিল। অতঃপর কোন কথা না বলে টেলিফোন গাইড ঘেটে একটা নাম্বারে ডায়াল করে রিসিভারটা আমার হাতে দিল, ততক্ষণে অপর প্রান্তের কণ্ঠ ভেসে এলো-গুড ইভনিং, বাংলাদেশ এ্যামবেসী। আমি সদ্য দেশ থেকে এসেছি কথাটা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক(!) বললেন, আজ ছুটি দু'দিন পরে আসেন। খুব ভদ্রভাবে বললাম, দয়া করে ফোনটা রেখে দেবেন না, আগে আমার কথা শুনুন, তিনি একই কথার পূনরাবৃত্তি করলেন। তার কথা মেনে নিয়েছি বলে বললাম, আমি অমুক ভাইয়ের আত্মীয়(এই অমুক ভাই হলেন তখনকার কুয়ালা লামপুরে বাংলাদেশের হাই কমিশনার)। সুতরাং এবার সাহেবে গলার সুর পরিবর্তন হলো, জানতে চাইলো-স্যার আপনার জন্য কি করতে পারি?

ঘটনাটার বাকী বিবরণ দরকার আছে কী? মূলত সেখানে ফোন করার একটাই উদ্দেশ্য ছিল সউল-এর ট্যুরিস্ট এলাকার নামটা জানা এবং কোথায় ভারতীয় বা বাঙালী খাবার পাব সেটা জানা। অবশ্য সেটা তিনি দিয়েছিলেন, কখন? যখন জানলেন আমি অমুক ভাইয়ের আত্মীয়, তখন।

আরেকটা ঘটনা শুনুন। কুয়ালা লামপুরস' বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিস। আগেরদিন হাইকমিশনার এর সাথে দেখা করে গিয়েছি। ব্যস্ততার জন্য আমাকে পরের দিন যেতে বললেন এবং এও বললেন যে, পরের দিন সরকারী ছুটি হলেও তিনি অফিস করবেন। সময়মত এলাম। বড়সাহেব(মানে পিয়ন) চটে গেলেন, ছুটির দিনে কেন আইছেন? বললাম আপনার সাহেব আসতে বলেছেন। তিনি মানতে রাজী নন। তার একই কথা আজ ছুটির দিন। কোনভাবেই বুঝাতে পারলাম না সম্যই তিনি আমাকে আসতে বলেছেন। অগত্যা তার কাছে বিশেষ অনুমতি নিয়ে অফিস চত্তরে এক পাশে দাড়িয়ে রইলাম। কেননা জানি তিনি যখন কথা দিয়েছেন, তিনি আসবেন, না আসতে পারলে হোটেলে সংবাদ পাঠাতেন। খানিকবাদে হাইকমিশনের রিসেপশনিস্ট বাইরে এলেন, তিনি আমাকে চিনলেন এবং বললেন “স্যার আপনার অপেক্ষা করছেন, দেরি করছেন কেন?” তাকে আমার অবস'ান বুঝালাম। তিনি বড়সাবেকে কয়েক হাত নিলেন। এরপর আর কি? বড়সাহেব সরাসরি আমার পায়ে হাত দিয়ে ফেললেন। একটাই অনুনয়, স্যারকে যেন এটা না বলি, তাহলে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। পরবর্তী বিবরণ আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

ঘটনা দু'টো বললাম এজন্য যে, দূতাবাসের কর্মচারী বা কর্মকর্তাগণ কখনোই কারো সাথে ভাল ব্যবহার করেছে এমন নজির মেলা ভার। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। আপনার চেহারা কেমন তা দেখে তারা ব্যবহার করবে না, আপনার শক্ত পরিচয় পেলেই কেবল ভাল ব্যবহার করবে-এটাই বাংলাদেশ দূতাবাসের জন্য ধ্র"ব সত্য হয়ে আছে।

এত কিছু বলার পর যে কথা বলতে চাই তা হল, আপনি দিগন্ত এবং আপনার মত যে সকল বাংলাদেশী ইনিয়ে বিনিয়ে,

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাংলাদেশটাকে তালিবানী দেশ বানানোর চেষ্টা করছেন তারা সকলেই বিশেষ কোন একগোষ্ঠীর পক্ষে কাজ করছেন। আর সেই গোষ্ঠী চাইছে যেনতেন প্রকারে বাংলাদেশটাকে তালিবানী তালিকায় ওঠাতে পারলে সরাসরি দখলদারীত্ব খাটানো যাবে। আমাদের সরকারী দলও সেই তালিকায় আছে। তারা কাজটা করছে প্রত্যক্ষ আর আপনারা করছেন পরোক্ষভাবে। কিছু অঘটন ঘটানো সরকারের দায়িত্ব আর যা ঘটবে তার থেকে বেশী প্রচার করা আপনাদের দায়িত্ব। আর পুরো বিষয়টা এমনভাবে আপনারা উভয় পক্ষ ঘটা"ছন যা বোঝা আমাদের মত আম-জনতার পক্ষে বোঝা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আপনাদের যতকরেই বোঝাই না কেন আপনারা বুঝবেন না, আপনারা আপনাদের ভাষাতেই বলে যাবেন, কেননা আপনারা যা করছেন জেনে-শুনে, বুঝে-শুনে করছেন। যে বা যারা জেগে ঘুমায় তার বা তাদের ঘুম ভাঙায় এমন শক্তি কি পৃথিবীতে আছে? এটাই হ"ছ কৃম্ভকর্ণের ঘুম; আর আমার হিসেবটা মিলে যায় এখানেই, উত্তরটাও ঠিক ওখানটাতেই পেয়ে যাই। পাঠক, আপনারা কি ভাবছেন? আমি পাগলের প্রলাপ বকছি? সত্যের ভাত নেই একথা আমি জানি। মিডিয়া যাদের দখলে, তাদের চেয়ে শক্তিশালি আর কে হকে পারে?

(পাঠক, লেখার ধারাবাহিকতা চলবে)

নুরুল্লাহ্ মাসুম, দুবাই থেকে
e-mail:nmasum@yahoo.com